কবিতা পরিচয়।

দ্বিতীয়ভাগ

S.N.H.

7232

ว่าง

181

7232 7232

S. 1E

অশেষ গুণালঙ্কৃত সজ্জনাগ্রগণ্য

শ্রীল শ্রীযুক্ত এইচ্ উড্রো এস্কোয়্যার

এম্ এ

বাঙ্গালার মধ্যবিভাগস্থ বিদ্যালয়

সমূহের তত্ত্বাবধারক

মহোদয়ের নামে

শিরোদেশ ভূষিত করিয়া

গ্রন্থকার

এই সামান্য কবিতা-কুসুম-কলিটী

উক্ত মহোদয়কে

সমাদর পূর্ব্বক

উৎসর্গ

করিল।

বিজ্ঞাপন।

কয়েকটী সুহৃদের অনুরোধ ও পরামর্শের বশীভূত এবং তাঁহাদিগের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমি কবিতা পরিচয় প্রথম ভাগ মুদ্রিত করিয়া ছিলাম। আমার আশালতা, বন্ধু-জন-উৎসাহ-বারি ও শিশুগণের আনন্দ-রসে সরস হইয়া বর্দ্ধিত হওয়াতে ইহার দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রাঙ্কন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এ ভাগও পূর্ব্ব ভাগের ন্যায় সরল করিতে প্রয়াস পাইয়াছি; কিন্তু পূর্ব্ব ভাগ অপেক্ষা পরভাগ, কিঞ্চিৎ কঠিন হওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া এ ভাগে দুরূহ শব্দ প্রয়োগ এবং সংযুক্ত বর্ণাবলী বিনিযোজিত করিয়াছি।

অনেকানেক সহৃদয় শিক্ষক মৎপ্রতি অনুকম্পা পর-বশ হইয়া স্ব স্ব মানসিক অভিপ্রায় আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা, কবিতা পরিচয় পাঠে শিশু-দিগকে আনন্দিত দেখিয়া আমাকে যে কত দূর উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না।

বাঙ্গালার মধ্যবিভাগস্থ বিদ্যালয় সমূহের ইন্স্পেক্‌টর্ শ্রীলশ্রীযুক্ত এইচ্ উড্রো এস্কোয়্যার্ এম, এ মহোদয়ের নিকট এভাগ মুদ্রিত করিবার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাকে অনেক উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে ইহা পাঠকগণের

সন্তোষ-প্রদ হইলে আমার পরিশ্রম সফল ও আশা-লতা ফলবতী হয়।

অবশেষে কৃতজ্ঞতার পরামর্শ প্রাপ্ত হইয়া প্রিয়বন্ধু শ্রীযুত দ্বারকা নাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত গোপাল চন্দ্র দত্তকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে বাধ্য হইলাম। এই বন্ধু-দ্বয়ের পরামর্শই আমার এই অসম সাহসের মূল।

কলিকাতা
১০ই অগ্রহায়ণ, ১২৭২।

শ্রীক্ষেত্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৪ পং অন্তঃপাতী বারাশত।

কবিতা পরিচয়।

দ্বিতীয় ভাগ।

ঈশ্বরের মহিমা।

যে দিক্ যখন, করি দরশন,
কৌশল হেরি তোমার।
পৃথিবী ভুধরে, গগণ সাগরে,
শোভে কি চারু বাহার।
বিহঙ্গে সুস্বরে, তব গুণ স্মরে,
শুনি মন প্রফুল্লিত।
জীব জন্তু গণ, পুলকিত মন,
সুখে সবে বিমোহিত॥
অরণ্য কেমন! পূর্ণ জীবগণ!
সুশোভন অতিশয়!
শৃগালে ফুকারে, হরিণে টুকারে,
দেয় তব পরিচয়॥

করি-দল মেলি, করিতেছে কেলী,
মোহিত আনন্দে যেন।
বৃক পালে পাল, করে গোলমাল,
ভয়ঙ্কর নাহি হেন॥
দেখ ফণিগণ, দেখিতে কেমন !
দংশনে হরে জীবন।
ভল্লুকের দলে, জীবে বলে দলে,
সকলি সুখ কারণ॥
শান্ত জীবচয়ে, প্রফুল্ল হৃদয়ে,
তব গুণ গান করে।
হিংস্র জন্তু গণ, বধি প্রাণী গণ
মহত্ব প্রচার করে॥
ওষধি সকল, সুখ নিরমল,
বিতরিতে জন্মে ভবে।
পীড়াকালে নরে, সেবনে উহারে,
সুস্থ হয় দেখ সবে॥
আছে হেন তরু, নরের সুচারু
কলেবর করে নাশ।
কিন্তু নহে সব, করিবারে শব,
সবে সুখ সপ্রকাশ॥
প্রদেশ নগর, অরণ্য প্রান্তর,
যথা তথা তুমি রও।

তোমার মহিমা, অতুল অসীমা,
কোথা বল তুমি নও ?
সবাই তোমার, গরিমা প্রচার,
করিতেছে নিরন্তর।
পুষ্পের কানন, যেন হাস্যানন,
ফুল্ল ফুলে চারুতর ॥
আহা কি মাধুরী ! কিবা কারিকুরী
ধন্য নাথ ! দয়াময় !
দয়ার সাগর, কেবা তোমা পর,
আছে বল ইচ্ছাময় !
তব আজ্ঞা-বলে, ধরা চলে বলে,
রবি করে কর দান।
শশীর কিরণ, হোরে লয় মন,
বাড়ায় নিশির মান ॥
সলিল পবনে, জীবের জীবনে,
মহত্ত্ব দেখায় কত !
অনিল অনল, হইয়া প্রবল,
নাশে জীব কত শত ॥
অথচ আগুণে, ব্যবহার গুণে,
সুখ-রাশি ভুঞ্জে জীবে।
সদয় হৃদয়, ঈশ্বর নিদয়,
ইহা না কভু সম্ভবে ॥

নর-হিত তরে, এই চরাচরে,
যত দ্রব্য অবস্থিত।
সকলি তাঁহার, মঙ্গল আধার,
সে নিয়মে ব্যবস্থিত ॥
পীড়ার পীড়নে, দেখ কত জনে,
দুঃখ ভোগে অনিবার।
কণা ঔষধের—কাটায় সে ফের,
বিনাশে দুঃখের ভার ॥
শস্য—পূর্ণ ধরা, সর্ব্ব-সুখ-ভরা,
নাহি কিছু অপ্রতুল।
দেখ ষড় ঋতু, কত সুখ—সেতু,
নাহি তার সমতুল ॥
"ওরে মূঢ় মন, কিরে অকারণ,
মিছে ভাব, মনে ভাব।
জান না রে পরে, শমনের ঘরে,
নাহি রবে, এ প্রভাব ? !"
"ভাই ভগ্নিগণ ! হয়ে এক মন,
ভজনা করহ তাঁরে।
যাঁহার কারণে, অবনী-ভবনে,
রহিছ সুখ-আগারে ॥
নাই তাঁর রূপ, তিনি সর্ব্ব-রূপ,
সর্ব্ব-স্থলে গতি তাঁর।

মিছা কাযে মন, দিওনা কখন,
ভাব সেই সর্ব্ব-সার ॥
"হে অনাথ নাথ ! লহ মোরে সাথ,
আমি অতি অভাজন।
এই কর নাথ ! করি জ্ঞানে সাথ,
তব পদে রাখি মন ॥
তোমার মহত্ত্ব তত্ত্ব কে, করিতে পারে ?
নাহি হেন জন, হেরি অবনী মাঝারে ॥
সকলি দেখহ তুমি, তুমি নিরাকার।
অবোধ মনুজে তব, আকার প্রচার ॥
"অধম-তারণ ! তার শরণ-বিহীনে—
তোমার কারণে, মোরা রয়েছি জীবনে ॥"

জননী আমার।

প্রসবিলা যবে মোরে জননী আমার।
কত ক্লেশে সেই দিন, গিয়াছে তাঁহার ॥
অস্থির করিল তাঁরে, প্রসব-বেদনা।
তাঁহার দুঃখের তুলা, কে করে তুলনা ?
কে করিল তার পরে, পালন আমার ?
সুখ দুঃখ ভোগী সেই, জননী-আমার ॥
কাঁদিতাম যবে আমি, খাইতে খাবার।
ত্বরিত গমনে কেবা হোতো আগুসার ?

কোলে লয়ে মাই মুখে দিতেন জননী।
আদরে সঙ্গীত মাতা, করিতা তখনি ॥
মুদিলে নয়ন মম, দোলা দোলাইয়া
যেতেন গৃহের কাযে, ঘুম পাড়াইয়া ॥
তার পর গৃহকার্য্য, হইত তাঁহার।
কেবা তিনি ? তিনি সেই জননী আমার ॥

ক্রমেতে বয়স মম, হইল বর্দ্ধন।
কে করিল এত বড় ? করিয়া পালন ?
মৃদু মৃদু হাসি মম মুখে নিরখিয়া।
কাহার হইত বল প্রফুল্লিত হিয়া ?
হেরিলে বদন ম্লান, কে নয়নাসার—
ফেলিতেন ? তিনি সেই জননী আমার ॥

অর্দ্ধস্ফুট কথা মম করিয়া শ্রবণ।
সুখিত হইত, তাঁর বিষাদিত মন ॥
কোন খানে গেলে, আমি, চঞ্চল অন্তরে—
করিতেন অবস্থান ; কত চিন্তা করে ॥
চারিদিক্ তাঁর পক্ষে, হোতো শূন্য-ময়—
বাটী মধ্যে উপনীত না হোলে তনয় ॥
তার পর হেরি মোর, আনন্দ যাঁহার—
হইত অশেষ ; তিনি, জননী আমার ॥

নিরাশ্রয় বাল্যকালে, হয়ে, সাবধান—
ক্রমে বড় করিলেন, আপন সন্তান।
স্নেহের লহরী তাঁর, হইত বহন—
বহুক্ষণ পরে মোর, দেখিলে বদন।
কত সক করে, মাতা লয়ে মোরে কোলে।
লইয়ে আমারে মাতা গৃহকার্য্য ভোলে॥
পাঁচ বছরের কালে, হাতে খড়ি দিয়া।
পাঠশালে, পড়িবারে দিলা পাঠাইয়া॥
কে করিত যত্ন ? বিদ্যা, হৃদে পূরিবার ?
সুখ দুঃখ ভোগী, সেই, জননী আমার॥

পীড়া আক্রমণ যদি, করিত আমারে।
কত কষ্ট সহিতেন, সুস্থ করিবারে॥
আহার বিহার সব, না হোতো তাঁহার।
নয়নে বহিত সদা, সলিলের ধার॥
সদা রহিতেন কাছে, রোগীর মতন।
আরোগ্য করিতে কত, করিতা যতন॥
হায় ! তাঁর সম ভবে কেবা আছে আর !
কেবা তিনি ? তিনি, সেই জননী আমার॥

"স্নেহের আধার, কেহ দেখেছ সংসারে ?
নাহি হেরে থাক যদি, দেখহ মাতারে॥"

ঈশ্বরের করুণায়, অন্তরে তাঁহার—
নিয়তই রহিয়াছে, স্নেহের সঞ্চার।
তনয় তনয়া পরে, সে বাৎসল্য ক্ষরে।
যাহার কারণে, ভবে শিশু, প্রাণ ধরে॥
"মা জননি! তব পদে, প্রণাম আমার।
ভক্তি যেন তোমা প্রতি রয় অনিবার॥
শিশুর সুখের তরে, যতন যাঁহার।
সুখ দুঃখ ভোগী, তিনি, জননী আমার॥

প্রাতঃকাল।

আইল অরুণ দেব, হইল সকাল।
গোপাল লইয়া মাঠে যাইছে গোপাল॥
হীরকের প্রায় তারা লুকাল এখন।
মলিন হইল এবে শশীর বদন॥
অন্ধকার দূর হল রবির কিরণে।
ফুল্লকরে জীব গণে সুগন্ধ পবনে॥
নিশা আগমনে জীব ছিল অচেতন।
আপনার কাযে সবে নিবেশিছে মন॥
কৃষকের দল? হল করি স্কন্ধ দেশে।
বৃষভ লইয়া চলে ক্ষেত্রের উদ্দেশে॥
পাখী, রব করিতেছে প্রফুল্ল অন্তরে।
মনোহর শোভা কিবা দেখহ প্রান্তরে!

নিশির শিশির বিন্দু হইছে পতন।
জ্ঞান হয়, বিধু খেদে নিশার রোদন॥
দূর্ব্বাদল পরে আহা! মুকুতা সকল।
নব সৌরকরে কিবা হইল বিমল!
সরোবরে প্রকৃতির শোভা সুশোভন।
প্রফুল্ল কমল, মুদে কুমুদী বদন॥
পঙ্কজ-কানন কমনীয় কালবলে।
সাঁতারিছে রাজহংস তায় কুতুহলে॥
মলিন-বসন-ভার, মস্তকে লইয়া—
আইল ধোপার দল, পুকুরে দৌড়িয়া।
বিমল সলিল হেরি পুলকিত মন।
কাপড় সরের তীরে, করিল স্থাপন॥
এখন বালকগণ পুথি লয়ে করে।
মাদুর লইয়া বসে পড়িবার তরে॥
মেদুর মারুতে মন মজিল সবারি।
কুসুম কানন গন্ধে হল মনোহারী॥
জাতি, যূথী, মল্লিকা মালতী বেলফুল।
গোলাব সেঁউতি আদি শোভায় অতুল॥
সাজি করে মালিগণ, পুষ্প আনিবারে—
চলিল দেখহ ফুল তুলিবার তরে॥
প্রকৃতি-প্রকৃতি হেরি ওহে জনগণ!
বিভু-গুণ গানে হও, প্রমোদিত মন॥

অন্তর-মালিন্য দূর করি সেব তাঁরে—
পাপ—ভার যাবে দূরে, ভাবিলে যাঁহারে ॥

মাতার সহিত বালক ও বালিকার উদ্যান ভ্রমণ ও কথোপ-কথন।

হাঁ মা ! বলে ছিলে, যাবে বেড়াতে বাগানে,
ভগিনীরে ডেকে আমি, আনিব এখানে ?
ভ্রমণের তরে যাব উদ্যান ভিতরে।
যথায় বিমল ফুল, সুগন্ধ বিতরে।
শিশুর সুমিষ্ট কথা শুনিয়া জননী—
ভাসিলা আনন্দ-নীরে তখনি অমনি।
কহিলেন যাদুমণি ! আয় তথা যাই।
যাইতে এখন সেথা, কোন বাধা নাই ॥
"কামিনি ! যাবে কি তুমি জননীর সনে ?—
দেখিতে তরুর শোভা, কুসুম কাননে ?
কত ফুল রয় তথা দেখিতে সুন্দর !
সুমন্দ পবন বয়, অতি সুখ-তর !
কত জীব জন্তু তথা রয় হর্ষ মনে—
যাবে কি ভগিনি ! তুমি জননীর সনে ?"
"দাদামণি ! মা জননী কোথায় আমার।
আমিও এখন যাব, সহিত তোমার।"

কামিনীর হাত ধরি, চলিল পরেশ।
কহিল তাহারে, যত মাতার আদেশ ॥
পরে গিয়া উপনীত জননী সকাশে।
নানামত মনোমত বচন, প্রকাশে ॥
কিছু দূর গিয়া, সবে উদ্যান হেরিয়া—
হইলা সন্তুষ্ট অতি, বেড়িয়া বেড়িয়া ॥
"পরেশ কহিল, হেঁ মা! ওটী কোন্ ফুল ?
করে দশদিক্ আলো, নাহি যার তুল !
অলিগণ গুন্ গুন্, করিছে যথায়,
কি ফুল ? কহনা মাতা! শোভিছে তথায় ?
"গোলাব কুসুম ওই, শুন যাদুমণি!
তার পরে গন্ধরাজ, বিরাজে আপনি ॥
ওই দেখ যুঁই ফুল, জাতি নানাজাতি,
উজ্জ্বল লোহিত জবা, প্রকাশিছে ভাতি।
ওই দেখ কুসুমের, কেমন কেয়ারি!
যাহার উপরে লতা, শোভিছে দুধারি ! !"
নিরখি এতেক তারা, প্রফুল্ল অন্তরে—
বাড়ী ফিরে যেতে, কেহ ইচ্ছা নাহি করে।
এমন সময়ে এক গোলাব কুসুম—
তুলিয়া পরেশ কত, করিতেছে ধূম।
হেরিয়া তাহার এই আনন্দ অপার—
কহিলা জননী "তব একি ব্যবহার !

কেন রে তুলিলি এই কুসুম রতন,
পর-দ্রব্য নিতে কেন হইল রে মন ?
যে লয় পরের দ্রব্য সেই চৌরজন,
পরের জিনিষে হাত দিওনা কখন।
লতে যদি বাঞ্ছা হয়, লইবে চাহিয়া।
পাপ কর্ম্মে বাছা ! কভু যেওনা ধাইয়া ॥"
শুনিয়া মাতার এই ভৎসনা বচন,
দুঃখিত পরেশ, ক্ষমা চাহিলা তখন।
হেরিয়া তাহার এই বিমর্ষ বদন,
"কামিনী কহিল দাদা ! করোনা রোদন ॥
অমনি আঁচল দিয়া মুখ মুছাইয়া—
কহিছে দেখহ দাদা ! ওদিকে চাহিয়া,
ওই দেখ ডালে বসি বিহঙ্গ নিকরে।
করিছে সঙ্গীত ধ্বনী, কিবা মধুস্বরে ॥"
কামিনীর কথা শুনি, অমনি জননী।
বুঝিলা চতুরা অতি, আমার রমণী* ॥
পরিশেষে দুজনেরে দুই হাতে ধরে।
কহিলা তাদিগে মাতা, সুমধুর স্বরে ॥
"পর দ্রব্য পেলে হাতে ত্যজিবে তখনি,
না দিলে, নিওনা কভু ওরে যাদুমণি।
আমার আদেশ তোরা করিস্ পালন।
রাখিলে অন্তরে ইহা, হবি সাধু-জন ॥"

* বালিকাটীর অপর নাম।

পরে নানা শোভা, সবে করিয়া লোকন।
বাড়ী ফিরে গেলা, হয়ে আনন্দিত মন॥

বিদ্যা।

হেন কোন দ্রব্য আছে মানব-ভুবনে ?
নরের অন্তর, দীপ্তি পায় যে কারণে ?
মূর্খতা বিনাশ হয়, সভ্যতা উদয়।
সত্যের প্রভাব বাড়ে, মিথ্যা হয় লয়॥
আছে হেন দ্রব্য এক, ধরার ভিতরে।
চরাচর খ্যাত, যেই বিদ্যা নাম ধরে॥
অজ্ঞাত প্রদেশ, জ্ঞাত যার মহিমায় ;
দূর স্থিত চন্দ্র, তারা, জানা সব যায়॥
অর্ণব ভিতরে রয় কুম্ভীর মকর।
বিদ্যার নিকটে কিছু নহে অগোচর॥
উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের গুণ জানি যার বলে।
পীড়া হতে মুক্ত হয়ে, রয় কুতুহলে॥
শুন শিশুগণ ! বিদ্যা অমূল্য রতন।
করিতে অর্জ্জন, ইহা করহ যতন॥
ইহার প্রভাবে রবে, প্রফুল্ল অন্তরে।
মনের মালিন্য যত, পলাবে অন্তরে॥
বিদ্যা শিখে, কর সবে ধর্ম্ম উপার্জ্জন।

মৃত্যু কালে এক মাত্র বন্ধু যেই হন ॥
অন্য ধন বিতরণে ফুরাইয়া যায়।
এ ধন বিলালে, তাহা ক্রমে বৃদ্ধি পায় ॥
চৌর গণে নাহি পারে করিতে হরণ।
দায়াদে বঁাটিয়া নিতে না পারে কখন ॥
বিদ্যার নিকটে নাই, রূপ, ধন মান।
যতন করিবে যেই, সে হবে বিদ্বান্ ॥
যে হয় সুবোধ, সেই করে পরিশ্রম।
বিদ্যার আলোকে, তার দূরে যায় ভ্রম ॥
জ্ঞান উপার্জ্জনে সবে, করহ যতন।
নাই নাই এর চেয়ে অমূল্য রতন ॥

কুকুর।

ওহে শান্ত জীব ! তুমি কি ভাবিছ মনে ?
কেন পড়ে বারি-ধারা তোমার নয়নে ?
বদ্ধ আছ, তাই কি হে ! দুঃখিত অন্তর ?
খুলে দিলে আর তুমি, হবে না কাতর ?
আসুন মনিব তব, কহিব তাঁহারে।
বলিব বিনয় করি, রজ্জু খুলিবারে ॥”
“শুন শুন শিশুগণ ! বচন আমার।
প্রভুভক্ত জীব হেন দেখেছ কি আর ?

চৌকিদার প্রয়োজন, নাহিকো তাঁহার।
কুকুর বাটীতে সদা আছয়ে যাঁহার॥
মনিব আইলে কাছে, প্রফুল্ল বদনে—
ধেয়ে যায় তাঁর কাছে আনন্দিত মনে॥
রাখিতে প্রভুর দ্রব্য করয়ে যতন।
চোরে নাহি পারে কিছু, করিতে হরণ॥
প্রভুদ্রব্য রাখিতে করয়ে প্রাণপণ।
জীবন ত্যজিয়ে তবে, রয় তুষ্ট মন॥
কুকুরের হেরি এই সাধু ব্যবহার।
সকলেই ভাল বাসে করে না প্রহার॥
কঠিন মানব যারা, নিদয়-হৃদয়!
প্রহার ইহারে করে, না হয় সদয়॥
কিন্তু যারা, সাধু জন, ভাল বাসে এরে।
গায়ে হাত দিয়া, সদা সম্ভাষে আদরে॥
মাথায় চাপড় মারে, আদর করিয়া।
ফুল্ল হয়, কুকুরের ক্রীড়া নিরখিয়া॥
লোম দিয়া ঢাকা, এর সকল শরীর।
শ্রম করিবারে কভু, না হয়, অধীর॥
নরের নিকটে রয় প্রফুল্ল বদনে।
যথা যান প্রভু, তথা যায় তুষ্ট মনে॥
যা পায় খাইতে, তাই করয়ে আহার।
ভাল মন্দ খাইবার, না করে বিচার॥

গ্রীষ্মাধিক হলে করে বাহির রসনা।
জিভ লহ লহ করি, রহে এক মনা॥
"যত কর মনিবের, তুমি হে কুকুর!
স্বাধীনতা হীনতায়, হয়েছ অতুর॥"
নানা-বিধ বর্ণ ধরে কুকুর নিচয়।
কত মনোহর! তাহা বলিবার নয়!!
সেখানে* কুকুরে, করে শকট বহন,
যেই দেশে নাহি মিলে, ঘোটক বাহন।
এই পশু হতে লোকে, পায় উপকার।
কত যে ইহার গুণ, নয় বলিবার॥
"ধন্য হে জগত নাথ! করুণা নিলয়!
কতমতে জনগণে, দিয়েছ আশ্রয়!"

প্রাতঃকালের সূর্য্য।

সিন্দুরের টিপ্ দিবার কই?
অরুণ উদয় অচলে ওই।
কেমন নবীন কিরণ চয়!
নিরখি মানস বিকল হয়!!
যত রঙ্ হেরি, অবনী মাঝে।
মনোহর কিবা বিচিত্র সাজে॥

---

* আমেরিকার নিকটস্থ গ্রীন্‌লণ্ড দ্বীপে কুকুরে শকট বহন করে।

শ্বেত নীল লাল হরিত পীত।
দিবাকরে সব আছে, সঞ্চিত॥
এমন মোহন প্রভাত শোভা!
হেরিবারে মন, সতত লোভা॥
যে দিকে নয়ন পাতন করি।
কি শোভা জগতে! আহা হা মরি!
কে রচিল, রবি বল তোমারে?
হেরিবারে মন চায় হে তাঁরে॥
ওহে রবি, কোথা পাইব তাঁয়।
হেরিতে যাঁহারে মানস চায়॥
জান কি হে তুমি সন্ধান তাঁর,
জগতে মহিমা প্রচার যাঁর?
ইচ্ছা বড় ভানু! হেরিতে তাঁরে।
কোথা বল, তিনি, বল আমারে॥

বটবৃক্ষ।

আয় ভাই! ওই বট তরুতলে যাই।
কিবা সুশীতল ছায়া, আহা মরে যাই!
ঘন ঘন পাতা গুলি, দেখিতে সুন্দর।
চন্দ্রাতপ শিরে যেন শোভে তরুবর॥
ভীষণ রবির করে সন্তাপিত জন।
আসিয়া তরুর তলে, সুস্থ-চিত হন॥

সুমন্দ মারুতে পত্র হয়ে আন্দোলিত।
শাখী বাসী বিহঙ্গমে, করে আমোদিত॥
সমাকুল পিক কুল, রোদের সময় !
ডালে বসি, সুমধুর গায়, গীত চয় ॥
বিশাল প্রশাখা শাখা করিয়া বিস্তার।
স্তম্ভ রূপে স্থূল নেম্না দিতেছে বাহার ॥
ছোট ছোট নেম্না গুলি, গাছের ভিতরে।
ঝালরের মত কিবা ! চারু শোভা করে!
আসিয়া পথিক এর শীতল ছায়ায়।
পাতিয়া গায়ের বাস, সুখে নিদ্রা যায় ‖
একে সুশীতল ছায়া, বহে মন্দ বায়।
শ্রান্ত পথিজন আসি কত সুখ পায় ॥
শীতকালে উষ্ণ থাকে, গ্রীষ্মে সুশীতল।
এমন সুন্দর ছায়া, ঈশ্বর-কৌশল ॥
"এস ভাই বস, এই শিকড় উপরে।
কেমন শীতল ছায়া ? মন তুষ্ট করে ?
এত যে রোদের তাপ, কিছু হেথা নাই।
যেন হিমময় গৃহে, প্রবেশিনু ভাই॥
পত্রচয় কাছাকাছি, রয়েছে কেমন !
রবিকর পত্র ভেদি না আসে কখন ॥
ওই দেখ ডালে বসি, পাপিয়া ময়না,
শালিক, কোকিল আদি রয়েছে দেখনা ॥

বিহঙ্গে করিছে, কিবা মনোহর গান !
পিক গণ, মাঝে মাঝে দিতেছে সুতান ।।
হায় ! দেখ ঈশ্বরের রচনা কেমন !
নেহারি এ সব ভাই মুগ্ধ হয় মন ॥
"ধন্য জগদীশ ! তুমি জগত আধার—
কৌশল-সৃজন কারী, বিভো নিরাকার ॥
তোমার অনন্ত জ্ঞান, কে বুঝিতে পারে ।
যাহারে যেমন সাজে, দিয়েছ তাহারে ॥
কিবা চারুতর করি, সাজায়েছ ভবে !
রচনা-পটুতা তব, বল কেবা কবে ?
"শিশুগণ ! দাও মন, সেই শ্রীচরণে ।
সুখভোগী হয়ে সবে, রহিবে জীবনে ॥,,

নব নীতি ।

১

যার চিত, সদা ভীত অনৃত বচনে ।
সত্য কথা, প্রিয়-ভাবে ভাবে সব জনে ।
প্রতিবেশী গণে, যার সাধু ব্যবহার ।
সে জন, অবনী মাঝে, সকলের সার ॥

২

ভূষণের গর্ব্ব যেই কদাচ না করে ।
পর-সুখে হিংসা যার, না হয় অন্তরে ॥

অন্যের দেখিলে মন্দ, দুঃখিত যে হয়।
তাহার হৃদয় জেন করুণা–নিলয় ॥

৩

পর–নিন্দা শুনি যেই তুষ্ট নাহি হয়।
আত্ম দোষ, দূরিবারে, সচেষ্টিত রয় ॥
আপন প্রশংসা শুনি, দর্পিত না হয়।
এই ভবে সেই সুখী, জানিও নিশ্চয় ॥

৪

দরিদ্রের দুঃখ, দূর করিবার তরে,
যতন যাহার মনে সতত সঞ্চরে ;
কার্য্য-গুণে, শক্তি মত, করে উপকার,
সে জনের গুণে, সদা উজ্জ্বল সংসার ॥

৫

বন্ধু জনে, যেই নাহি, অবিশ্বাসী হয়,
প্রতারণা প্রতি যার সদা দ্বেষ রয় ;
পরের পীড়ন বাক্য করিয়া শ্রবণ,
দুঃখিত না হয়, নাহি বলে কুবচন ;
অথচ তাহারে, সদা মিষ্ট কথা কয়,
সেই সকলের সার, সেই সদাশয় ॥

৬

পিতৃ মাতৃ ভক্তি, যার বিরাজে অন্তরে,
প্রাণ-পণে তাঁহাদের আজ্ঞা মান্য করে ॥

দেখিলে তাঁদের কষ্ট, কষ্ট মনে পায়।
জানিও সে সাধুজন রন সদাশায়॥

৭

বিদ্যা শিখিবারে যেই, আলস্য না করে।
শিক্ষকের উপদেশে, সতত সঞ্চরে॥
পাঠের ন্যূনতা যার, পড়ায় তাহারে।
সেই সুধী, গণ্য জন, এ ভব-সংসারে॥

৮

বাল্যকাল হতে যার, ধর্ম্মে রয় মন।
গুরুজন অনুমতি করয়ে পালন,
ঈশ্বরের গুণ গানে, সদা দেয় মন।
অবনীর অভ্যন্তরে, সেই সাধু জন॥

৯

আপনার দোষ পানে, করে নিরীক্ষণ,
পরদোষে, স্বীয় দোষ, করে সংশোধন,
জীব জন্তু প্রতি যেই, সদাই সদয়।
সেই জন, সাধু জন, জানিও নিশ্চয়॥

হরিণ।

নয়ন-প্রফুল্লকর, কি সুন্দর কায়!
উপজে বিমল সুখ, হেরিলে যাহায়॥

লোচন চঞ্চল সদা, অস্থির চরণ,
করিতেছে যেন, কোন দ্রব্য অন্বেষণ ॥
অতি শান্ত এই জীব, সদা সশঙ্কিত।
অন্য জীব হেরি হয়, নিয়ত চকিত ॥
গাঢ় পীত, রঙে শোভে, চারু কলেবর।
মধ্যে স্ফুট্ স্ফুট্ চিহ্ন, দেখিতে সুন্দর ॥
টুই টুই করি, করে রব, শুনিতে মধুর,
অন্য প্রাণী আক্রমণে, বড়ই চতুর।
দৌড়িতে নিপুণ বড়, শার্দ্দূল যখন—
বধিতে উহারে ধায়, করে পলায়ন।
বিশাল নয়ন, আর অতি সাবধান ;
শত্রু সনে বাস করি, রাখে স্বীয় প্রাণ ॥
এমন সুশান্ত জীব, হেরিয়া নয়নে।
হিংস্র জীব গণ ধায় বধিতে জীবনে ॥
সকলি বিধির লীলা, বুঝা অতি ভার।
ধন্য জগদীশ ! তব সৃষ্টি চমৎকার !!
লতা, পাতা শস্যাহারে, রয় তৃপ্ত মন।
অন্য কোন জীবে হিংসা, না করে কখন ॥
যেই আসে হিংস্র জীব, আক্রমিতে এরে,
সত্বর-গমনে তারে ফেলে নানা ফেরে ॥
প্রগাঢ় ভীষণ বন, এর প্রিয় স্থান।
শঙ্কা-হীন হয়ে তথা, করে অবস্থান ॥

নির্ঝরের বারি পানে, করে তৃষা দূর।
বনজাত তৃণ পত্রে, আহার প্রচুর ॥
হেন স্থানে বাস করে তাহে সুখী মন।
গ্রামে তত সুখ এরা না পায় কখন ॥
ঈশ্বরের নিয়মের, কে করে হেলন।
ভুবন ভিতরে যারা, রয় অভাজন ॥
স্বীয় জন্ম ভূমি প্রতি প্রীত সবে হয়।
স্বভাবের ভাব ইহা, জানিও নিশ্চয় ॥
নরের নিকটে বাস, না করে মনন।
সুখের আবাস এর গহন কানন ॥
সাধ করে স্বাধীনতা কে বল হারায় ?—
ছলে বলে কলে পারে ফেলে হীনতায় ॥

সত্যকথা।

সকলের কাছে যদি, বিশ্বাসী হইবে।
অনৃত বচনে মন, কদাচ না দিবে ॥
মিথ্যা কথা প্রতি, যেই করে হতাদর,
সত্য কথা কথনেতে সুখী নিরন্তর।
প্রতিবেশী, বন্ধু, কিবা অন্য কোন জন,
সকলের হয়, সেই, বিশ্বাস-ভাজন ॥
তামাসা অথবা খেলা করিবার কালে—
কভু না কহিবে মিছা কথা কোন কালে ॥

সদা সত্য কবে ; কিন্তু বলি আর বার—
—প্রিয় নহে, হেন সত্য, বলিবে না কার ॥
—তব সত্য কথা শুনি, কেহ দুঃখ পায়—
নীরবে রহিবে কভু, না রবে তথায়।
অসত্য বলিলে তাহা, না রয় গোপন।
কাপড়ে বাঁধিলে অগ্নি, রহে কতক্ষণ ?
ছিদ্র নৌকা জলোপরে, রহে অল্পক্ষণ,
কিছু পরে, জন-সহ, হয় হে মগন।
সেই রূপ জেন সবে, অসত্য বচন—
দুই তিন বার পরে, না রয় গোপন।
মিথ্যাবাদী, যদি কভু সত্য কথা কয়।
অসত্য বলিয়া, কেহ না করে প্রত্যয় ॥
একবার দোষ কারো, হইলে রটনা,
ভদ্র বলি, বল, তারে কে করে গণনা ?
অসত্য অনর্থ মূল, পাপের আকর।
সত্য সকলের সার অতি শুভকর !
গগণে শারদ ইন্দু, যত শোভা করে।
সত্যবাদী-হৃদাকাশ, সেই শোভা ধরে ॥
সত্যের অভাবে, ধর্ম্ম না হয় অর্জ্জন।
অতএব সাধু ! মিথ্যা করিবে বর্জ্জন ॥

ভীত বালক।

এক দিন, নিদাঘের রজনী সময়।
দক্ষিণের বায়ু কিবা মন্দ মন্দ বয়॥
একটি বালক, ছিল শুয়ে দাবাপরে।
জননী রন্ধনে তার ছিলা পাক ঘরে॥
এমন সময়ে এক, বিহঙ্গ ডাকিল।
ভূতের আশঙ্কা করি, বালক জাগিল॥
"ওমা ভূত এল বলি, উঠিল কাঁদিয়া।
মূর্চ্ছিত হইল তবে চীৎকার করিয়া॥
জননী সদাই, স্নেহ-প্রবল-হৃদয়।
ধেয়ে এসে, বলিলেন, কিসে তব ভয়॥
গায়ে হাত দিবা মাত্র, উঠিল বালক।
লয়ে কোলে মাতা কন ডাকিছে পেচক॥
ওদিকে বিষম জ্বাল, পাছে ঘরে লাগে—
সেই হেতু মাতা তার, গেলা আগে ভাগে॥
ধরিয়া আঁচল তাঁর, বালক ধাইল।
"ওমা! কোথা যাস্, ভূত ওই যে আইল॥"
শুনিয়া শিশুর এই শঙ্কিত বচন।
উপদেশ দিলা তারে, জননী তখন॥
"ডাকিছে বিহগ ওই, বসি শাখা'পরে।
ভূত নাই ভূত নাই, পৃথিবী ভিতরে॥

ডাকিছে পেচক, তোরে দেখাব এখনি—
অই দেখ্, ভূত নাই ওরে যাদুমণি !

অহঙ্কার।

আপনারে বড় বলি, মানে যেই জন।
অবনী ভিতরে জেন, সেই অভাজন ॥
ধন-মদে মত্ত হয়ে, সদা গর্ব্ব ভরে।
মস্ মস্ বুট পায়, চান কাচ করে ॥
মলিন বসন পরা, দেখে কোন জনে,
ঘৃণা করি তাড়াইতে, কন ভৃত্য গণে ॥
মনে বড় অহঙ্কার, ভাবেনাকো পরে—
—শমন সবারি সনে, সমান আচরে।
কত কাচ কাচে তারা, কে দেখে গুমোর—
"কালের কবলে বাছা ! না রবে এ জোর !"
"কেন এত বাড়াবাড়ি, কর অহঙ্কারী ?
বাড়িলে নুঙিতে হবে, নাহি রবে জারী ॥
চাকরের প্রতি হও, সদাই নির্দ্দয়।
অধীন জনের পরে হও না সদয় ॥
কে, বল দেখিয়া তব, নিঠুর আচার,
ভালবাসে ?" মনে রাগ সঞ্চিত তাহার ॥
অতএব নম্রভাবে, সবারে তুষিবে।
তাহোলে সুযশ তব, জগতে ঘুষিবে ॥

অভিলাষ, যদি তব বড় হইবারে।
ছোট হও, নম্রভাবে আদর সবারে॥
"ধনিগণ! রাগিওনা, শুনি এ বচন।
যুধিষ্ঠিরে, কেন সবে, বলে সাধু জন?"
দুর্য্যোধন অভাজন, অহঙ্কারী বলে।
কুযশে পূর্ণিত তেঁহ, অবনী মণ্ডলে॥
বৃথা সব অর্থ–গর্ব্ব, বৃথা অভিমান।
কালের কবলে ভাই সবাই সমান॥
জগতের নাথ যিনি, দয়ার সাগর।
সকলের প্রতি তাঁর, সমান আদর॥
যেই জন যত্ন করি, গর্ব্ব পরিহরে।
সেই সুখী, সাধু জন, জানিও ভূপরে।
সৌধাবলী পরে কেহ করে সুখে বাস।
সামান্য কুটীর মাঝে, কাহারো নিবাস।
সুখাদ্য ভোজনে, পানে, তুষ্ট কার মন,
আমানি করিয়া পান; কেহ তৃপ্ত হন।
কিন্তু শমনের করে, হলে সমর্পিত,
ছোট বড় সমভাব, হয়োনা দর্পিত।

পাঠশালাস্থ বালক গণের উক্তি।

দশটার সময়, আসিয়া পাঠালয়।
শিখেছি নূতন পাঠ, গুরুর কৃপায়॥

এবে অবসর কালে, এস সব ভাই।
মিলিত হইয়ে মোরা বিভু গুণ গাই॥
কোথা পিতঃ ! দেহ দেখা আমরা অজ্ঞান,
ডাকি অনিবার নাথে ! কর বোধ দান।
আমরা সকলে হই অতি শিশুমতি।
তোমার চরণে প্রভু, করিগো প্রণতি॥
প্রসাদে তোমার, পিতা, পাই যেন জ্ঞান।
কভু যেন নাহি রই, হইয়া অজ্ঞান॥
করেছি আমরা তাতঃ ! কত শত পাপ।
তোমার কৃপায় যেন যায় সেই তাপ॥
বেলা অবসান, হলো ছুটীর সময়।
ডাকিতেছি সদা নাথ ! হও হে সদয়॥
কৃপা দান কর নাথ ! করি এ মিনতি।
তোমার চরণে প্রভো ! রয় যেন মতি॥
এখন হইল ছুটী, চল সব ভাই।
আনন্দ-হৃদয় হয়ে, গৃহে চলে যাই॥
"যে পাঠ শিখিলে সবে, রয় যেন মনে।
শিক্ষকের উপদেশ পালিও যতনে॥"

শোকাতুরা জনন ও বালক।

কেন মা ! নীরবে বসি, ভগিনী কোথায় ?
—আর কি দেখিতে তারে, পাবনা হেথায় ?
মা জননি ! ভগিনী সুচারু চাঁদ মুখী—
—বিহনে আমার মন, অতিশয় দুখী।
কোন্ খানে গেলে, দেখা পাইব তাহার,
কহ মা ! গেছে কি ভগ্নী, বাড়িতে মামার?
অথবা ক্রীড়ার তরে, করেছে গমন।
সঙ্গিনী বালিকা সনে হয়ে তুষ্ট মন॥
কেন মা ! দুঃখিত চিতে বিষাদ বদনে—
—এ দশা হয়েছে তব কিসের কারণে ?
লইতে আমারে কোলে, দেখিতে যখন,
কোলে কেন নাহি লও ? না কর চুম্বন ?
"হা বাছা ! বলিব কিরে যম নিরদয়।—
শোক-শেলে বিঁধিয়াছে, আমার হৃদয়॥
সুশীলা সরল মতি, তোমার ভগিনী,
আর কি আমারে বাছা ! বলিবে জননী॥
আর কি তাহার সেই সুমধুর ধ্বনি।
শুনিবে শ্রবণ মম, ওরে যাদুমণি॥
হৃদয়-কুসুম মম, কে, নিল হরিয়া,
দেখিতে না পাই তারে, পৃথিবী খুঁজিয়া।

আমার অজ্ঞাতে হায় ! কে করিল চুরি,
নির্ব্বিবাদী আমি ; কেবা করিল চাতুরী ।”
ওরে ! ওমা ! গেলি কোথা, ফেলিয়ে আমায় ।
কায সেরে বসিয়াছি, মাই খাবি আয় ॥
কেনরে আমার প্রতি, হইলি নিদয়া—
কোথা গেল বাছা ! তোর পূর্ব্ব মায়া দয়া ?
পাঠশালা হোতে দেখ্, এলো দাদা তোর ।
কেন নাহি কস্ কথা ! কিবা দোষ মোর ॥
খাবার রেখেছি কত, করিয়া যতন ।
বলি ছিলি “এলে দাদা করিব ভোজন ॥”
এখন তোমারে বাছা ! না হেরি নয়নে ।
কেমন করিয়া বল, রহিব জীবনে ॥
“কেন মা ! কাঁদিস্ এত কোথায় ভগিনী ?
কোথায় গিয়াছে ভগ্নী ? কহ না জননী ?
মায়ের বিষণ্ণ ভাব হেরিয়া নয়নে ।
কাঁদিয়া কহিছে শিশু, অতি দুঃখ মনে ॥
“ওরে দিদিমণি ! তুই আমারে ফেলিয়া—
—না বলিয়ে গেলি, বল্ কোথায় চলিয়া ?
বলে ছিলি, “ছবি এনে দিবে দাদামণি ?”
আনিয়াছি ভাল ছবি, দিবরে এখনি ॥
একবার দাদা বলে, ডাক্‌রে আমায় ।
কোথায় ভগিনী ? মা গো ভগিনী কোথায় ॥

শুনিয়া শিশুর, এই কাতর বচন।
নয়নের অশ্রু, মাতা করিলা মোচন ॥
কিন্তু যার শোকশরে, হৃদয় জর্জ্জর—
সে কি স্থির হতে পারে, না হয়ে কাতর ?
"দুরাচার যম, বাছা ! হরিয়াছে তারে—
দেখিতে কখন যাদু ! পাবনা বাছারে।
হৃদয়ের ফুল যেই, করেছে হরণ।
নারিব হেরিতে তায়, অদৃশ্য সে জন ॥
ওরে মন ! শান্ত হও, আর কি তাহারে—
হেরিতে পাইবে তুমি, অবনী মাঝারে।
হায় রে! কেমনে প্রাণ, করিব ধারণ !
তুই যাদু কোলে আয়, ওরে বাছাধন ॥

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

কোথা হে অখিল পতি, জগতের নাথ !
কৃপা করি অধমেরে কর তব সাথ ॥
তরু, লতা, গিরি, নদী, এই চরাচরে।
তোমার মহিমা সবে, নিরন্তর স্মরে ॥
নির্ঝরের জল স্রোত, করি কল কল।
তোমার মহিমা ঘোষে, হয়ে নিরমল ॥

পিক কুল, কুহু কুহু করিয়া সদাই।
তব নহবতে বসি, বাজায় সানাই॥
আর আর পাখী যত, করি মধুস্বর।
আহা মরি ! গীত গায় কেমন সুন্দর !
যেখানে নয়ন নাথ ! হয় হে পতন।
তোমার অনন্ত শোভা করি বিলোকন॥
অবোধ অধম, বিভো ! জানে না ভজন॥
কি বলে পূজিবে, বল, তোমার চরণ॥
"মূঢ় মন ! বৃথা কেন সংসারে মজিয়া—
—কাটাও অসুখে কাল, হেলায় হারিয়া ?"
প্রেমের আধার তুমি, সবারি শরণ।
অকিঞ্চন প্রতি কর, কৃপা বিতরণ !
এস নাথ' হৃদাসনে, রয়েছি ব্যাকুল মনে
পাপ-তম কর নিবারণ।
তুমি হে আলোক-কর, অন্তর প্রদীপ্ত কর
এই মম সতত মনন॥

পূর্ণিমা রজনী।

পূর্ণিমার শশধর কিবা শোভাকর।
চারি পাশে যার শোভে তারকা নিকর॥

নক্ষত্র আবলী মাঝে ইন্দু বিরাজনে—
জ্ঞান হয় নৃপ বসি সভাসদ গণে॥
কিবা শোভা মনোলোভা, বলিতে না পারি।
অপরূপ কারুকর্ম্ম, যাই বলি হারি !
কৌমুদী ভূপরে পড়ি তম নিবারিল।
শ্বেতাম্বর পরি যেন ধরণী শোভিল॥
চন্দ্র-করে বৃক্ষ-পত্র চক্ মক্ করে।
ভূষণে ভূষিত যেন ; তাহে জ্ঞান হরে॥
সলিল ভিতরে পড়ি শশাঙ্ক-কিরণ।
খেলিছে হিল্লোল সনে, করি আলিঙ্গন॥
উঠে ঢেউ জলে, লাগি শশি-কর তায়।
চক্ চক্ করে রৌপ্য-হল করা প্রায়।
মনোহর পুকুরের বিমল সলিলে।
গগণের প্রতি-বিম্ব করে কিবা লীলে॥
টুপ্ টাপ্ কোন খানে মাছে করে ঘাই॥
প্রকৃতির চারু ভাবে কিবা সুখ পাই॥
কোথাও জনাক-চয় ঘাসের উপরে।
সারিগাঁথি, রমণীর সিঁথি কার্য্য করে॥
শ্যামল দূর্ব্বার দলে বিরাজে কখন।
হীরকে-খচিত যেন নৃপ সিংহাসন॥
কভু উচ্চে উঠে, আর কখন ভূতলে,
মরিরে ! প্রকৃতি কিবা খেলে কুতুহলে !

ক্রমেতে রজনী ঘোর হইল ধরায়।
দিবাচর প্রাণী গণে দেখা নাহি যায় ॥
বাদুড় শৃগাল আদি নিশাচর গণ।
আহারের অন্বেষণে করিছে গমন ॥
গ্রামের ভিতরে পূর্ব্বে ছিল কলরব।
নিদ্রার প্রসাদে এবে হয়েছে নীরব ॥
কেমন অপূর্ব্ব ভাব ধরেছে ধরণী।
কোন জীব জন্তু আর নাহি করে ধ্বনি ॥
নির্জ্জন প্রদেশ প্রায় দেখিয়া ধরণী।
প্রকৃতি, আসক্ত ধ্যানে হইল অমনি ॥
কোথা ফণীবর আর কোথা তার মণি।
নিদ্রা-কোলে অচেতন হইল অমনি ॥
জননীর ক্রোড় দেশে করিয়া শয়ন।
মাতা সহ শিশুগণ, ঘুমে অচেতন ॥
ঝিঁঝিঁ করে ঝিল্লী শুধু এখন প্রান্তরে।
আকুল হৃদয় মম শুনি সেই স্বরে ॥
পুলকে পূর্ণিত মম হৃদি-সরোবর।
"কোথা হে জগত্‌ নাথ ? জগত্‌ ঈশ্বর ॥
অধমের হৃদাসন করিয়া আসন।
উপবিষ্ট হও নাথ ! করি আকিঞ্চন ॥
অকিঞ্চন প্রতি বিভো! হইলে নিদয়।
জ্ঞান-ভানু হৃদাকাশে কেমনে উদয় ?,,

বিরাম দায়িনী নিশা, নিদ্রা শ্রান্তি-হরা।
রোগী আর শ্রান্ত জনে, কত সুখ—ভরা।
শোকাতুর জনক জননী সুত-শোক,
ঘুম-ঘোরে পাশরিয়া হয়েছে অশোক।
বিষয়ী বিভব-চিন্তা করি পরিহার।
রে নিদ্রে! লয়েছে হের শরণ তোমার॥
ধার্ম্মিক প্রবর এবে, নিদ্রা-আলিঙ্গনে।
ধর্ম্ম-চিন্তা পরিহরি আছেন শয়নে॥
ধন্য নিদ্রে! শুভক্ষণে জনম তোমার।
তব স্রষ্টা প্রতি মম শত নমস্কার॥
দেখ হে মানবগণ! কৃপা ঈশ্বরের।
শরণ লইলে তাঁর নাহি রয় ফের॥
যাঁর সৃষ্ট নিশা, নিদ্রা, এত হিত করে।
ভেবে দেখ দয়া কত তাঁর জীবোপরে॥
কুচিন্তা অসত্ ভাব করিয়া বর্জ্জন।
ঈশ-প্রেমে রত হও দৃঢ় করি মন॥,,

গ্রন্থ সমাপন।

সকলের প্রতি যাঁর করুণা সমান,
সংসারের সার যিনি কৃপার নিধান;

যঁার বলে হয়ে বলী, নক্ষত্র নিকর,
শূন্যের উপরে বলে ভ্রমে নিরন্তর ;
অর্ণব গম্ভীর স্বরে সদা যঁারে স্মরে,
নদী চয় যঁার কার্য্য সর্ব্বদাই করে ;
তাঁহার প্রভাবে হলো কবিতা রচন।
হয় যেন হৃদি মম তাঁহার আসন ॥

মনের প্রতি।

শ্রী—লাভে জ্ঞানব্ধি পার, বাঞ্ছা কর মন।
ক্ষে—পণী ক্ষেপণে কর, কর সঞ্চালন ॥
ত্র—স্ত ভাব পরিহরি সাহসে শরণ—
না—লইলে কিসে হবে জ্ঞানের অর্জ্জন ?
থ*—হবে ঈশ্বরে সদা শরণ লইলে।
ব—দনে সে নাম তুমি কর কুতুহলে ॥
(ব) ন্দ্য—সকলের তিনি দয়ার সাগর।
উ—পাস্য কে আছে বল ভবে তাঁর পর ॥
পা—লন করিয়া তাঁর আজ্ঞা নিরন্তর।
ধ্যা—নাসক্ত হয়ে কর তাঁহাতে নির্ভর ॥
য়—ত্ন-যোগে ভক্তি-মালা করিয়া রচন।
ঈ—শ্বরের শ্রীচরণ করহ পূজন ॥

---

* মঙ্গল।

ছি—দ্র* যেন রিপুগণ না করে হৃদয়,
র—মণীয় বাক্যে, মনে করি পরাজয়।
দা—সত্বের ভার, যেন না দেয় তোমারে।
স—বল রহিলে তুমি, কেবা তোমা পারে?
বা—রণ করি হে মন, শুন উপদেশ।
রা—খহ হৃদয়ে পূরি বিভুর আদেশ॥
শ—র্ব্বরী আসিছে পিছে তব জীবনের—
তে—কারণে বলি আমি, পাছে ঘটে ফের;
বা—সনা সতত সুখ করিতে সেবন।
স—যতনে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠে করহ ভজন॥

---

* ছিদ্র।

অশুদ্ধ সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পঁক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
১	৫	স্মরে	স্বরে ॥
৩	১৯	আগুণে	আগুনে ॥
৫	১১,১২	“ ”	হবেনা ॥
৮	১৮	?	, ॥
১২	১৪	ধ্বনী	ধ্বনি ॥